SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

বাংলা উপন্যাসে নারী জাগরণ ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট: উনিশ ও বিশ শতকের তুলনামূলক আলোচনা

Sunil Mondal
Ex-student, Rajnagar Mahavidyalaya (Burdwan University)
Golapbag, Purba Bardhaman, West Bengal, India
Email: sunilmondal2403@gmail.com

Abstract: এই গবেষণা প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হলো উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলির রূপায়ণ এবং তাদের জাগরণের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা। এই জাগরণটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা মনস্তাত্ত্বিক নয়, বরং তৎকালীন আর্থ -সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে কীভাবে নারী চরিত্রগুলি নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, তার তুলনামূলক আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

Keywords: নারী জাগরণ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, পারিবারিক কাঠামো, মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্য, ঐতিহাসিক পটভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র-এর উপন্যাসে নারীর অবস্থান--

বাংলা সাহিত্যের এই তিন প্রধান ঔপন্যাসিক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তাঁদের উপন্যাসে নারীর অবস্থানকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি সমাজে নারীর রূপান্তর, সামাজিক বিধিনিষেধ এবং আত্মানুসন্ধানের চিত্র ফুটে উঠেছে।

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: সামাজিক বিধিনিষেধের দ্বন্দ্বে নারী

বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়। তাঁর উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলি মূলত সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিষেধের সঙ্গে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে জর্জরিত। তিনি একদিকে যেমন নারীর চিরাচরিত সতীত্বের ধারণা তুলে ধরেছেন, তেমনই অন্যদিকে প্রতিবাদী বা আধুনিক চেতনার বীজ বপন করেছেন।

'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩): এই উপন্যাসে দুটি প্রধান নারী চরিত্র—সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী।

সূর্যমুখী: তিনি আদর্শ হিন্দু গৃহিণী ও সতী নারীর প্রতীক। তাঁর চরম আত্মত্যাগ (স্বামীকে কুন্দনন্দিনীর হাতে তুলে দেওয়া) ছিল তৎকালীন সমাজের নারীর প্রধান ধর্ম।

কুন্দনন্দিনী: বাল্যবিধবা হিসেবে তার আগমন, এবং বিবাহ বহির্ভূত প্রেমের (বিধবা বিবাহের প্রচলন সত্ত্বেও) কারণে তার ট্র্যাজিক পরিণতি তৎকালীন সমাজের কঠোর নৈতিক বিধিনিষেধকে তুলে ধরে। বঙ্কিম দেখিয়েছেন, নারী যখন সামাজিক গণ্ডি পেরোনোর চেষ্টা করে, তখন তার পরিণতি হয় ভয়াবহ।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: আত্মানুসন্ধান ও মুক্তির পথে নারী

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নারী চরিত্রেরা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি বেশি সচেতন। তাঁরা কেবল পারিবারিক কাঠামোতে আবদ্ধ নন, বরং বৃহত্তর সমাজে নিজেদের স্থান খুঁজে নিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নারী জাগরণকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন।

'গোরা' (১৯০৭-১৯১০): এই উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র সুচরিতা।

সুচরিতা: সে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ ও সনাতন হিন্দু সমাজ—উভয়ের আদর্শের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং গোঁড়ামিহীন ধর্মচেতনা নারীর ব্যক্তিগত আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতীক। সে ভালোবাসাকে সামাজিক

রীতিনীতির ওপরে স্থান দিয়েছে।

'ঘরে বাইরে' বা 'চতুরঙ্গ'-এর মতো উপন্যাসেও তিনি নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা, প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন, যা আধুনিক নারীর আত্ম-অন্বেষণের পথকে নির্দেশ করে।

৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: সমাজচ্যুত ও মমতাময়ী নারী

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে প্রধানত সমাজের লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও সমাজচ্যুত নারীদের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর নায়িকারা চিরাচরিত অর্থে 'আদর্শ নারী' না হয়েও গভীর মমতা, সহনশীলতা ও ব্যক্তিত্বের জোরে পাঠকের সহানুভূতি অর্জন করে।

- **'চরিত্রহীন' (১৯১৭):** এই উপন্যাসে সাবিত্রী ও কিরণময়ী নামে দুটি ভিন্ন ধারার নারী চরিত্র দেখা যায়। **সাবিত্রী:** সে বিধবা ও আশ্রিতা হলেও তার চরিত্রে রয়েছে গভীর মমতা, আত্মমর্যাদা ও সহনশীলতা। শরৎচন্দ্র তাকে প্রেম ও ত্যাগের এক নতুন সংজ্ঞায়িত রূপে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে সামাজিক স্বীকৃতি মুখ্য নয়।
- **'গৃহদাহ' (১৯২০):** এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার আকর্ষণ নারীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধা ও আবেগের জটিলতা তুলে ধরে। **অচলা:** সে সমাজের বাঁধাধরা নৈতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রেমের দ্বন্দ্বে জর্জরিত। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, নারীর প্রেম ও মনস্তত্ত্ব সমাজের আরোপিত সরল পথে চলে না, তা জটিল ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

নারীর শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকারের মতো বিষয়গুলি উপন্যাসে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

নারী-শিক্ষা এবং নারীর সম্পত্তির অধিকার—এই দুটি বিষয় উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বাঙালি সমাজের প্রগতি ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্বরূপে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিন প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই বিষয়গুলি যেভাবে এসেছে, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. নারীর শিক্ষা: প্রগতি ও সীমাবদ্ধতা

নারীর শিক্ষা এই সময়ের উপন্যাসের একটি কেন্দ্রীয় থিম, যা একদিকে আধুনিকতার সূচনা করে, আবার অন্যদিকে সমাজে নতুন সমস্যাও সৃষ্টি করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঊনবিংশ শতক):

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারী শিক্ষা মূলত পারিবারিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণে সীমিত ছিল। তাঁর চরিত্ররা বিদুষী হলেও তাদের জ্ঞান সাধারণত গৃহকর্ম, ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

- **বিলাসিতা নয়, প্রয়োজনীয়তা:** 'বিষবৃক্ষ'-এ সূর্যমুখী বা 'কপালকুণ্ডলা'-য় মতিবিবির মতো চরিত্ররা শিক্ষিত হলেও, সেই শিক্ষা তাদের গার্হস্থ্য জীবনের নৈতিক মান উন্নত করার হাতিয়ার হিসেবে দেখানো হয়েছে, বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য নয়। বঙ্কিম সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও, তার প্রগতিশীলতা নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণ):

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে শিক্ষা নারীকে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছে। তাঁর নারীরা শিক্ষিত হয়েই সমাজ ও পরিবারের জটিলতা বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

- **আত্মিক মুক্তি:** 'গোরা'-র সুচরিতা বা 'নষ্টনীড়'-এর চারুলতা উচ্চশিক্ষিত। তাদের এই শিক্ষা শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নয়, বরং মননশীলতা ও আত্মিক মুক্তির পথ খুলে দিয়েছে। সুচরিতা তার শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমেই গোঁড়ামির বিপরীতে যুক্তিনিষ্ঠ অবস্থান নিতে পেরেছে এবং চারুলতা তার সৃজনশীলতার মাধ্যমে একঘেয়েমি থেকে মুক্তি খুঁজেছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে নারীর সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন।
- **রাজনৈতিক সচেতনতা:** 'ঘরে বাইরে'-র বিমলা স্বামীর অনুপ্রেরণায় বাইরে বেরিয়েছে এবং

তার শিক্ষা তাকে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, যা তৎকালীন সময়ের শিক্ষিতা নারীর নতুন দিক।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বিংশ শতকের প্রথম ভাগ):

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে শিক্ষার আলো প্রায়শই সমাজের প্রান্তিক নারীদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে এবং তাদের মানসিক উচ্চতা দিয়েছে।

- **শিক্ষার মানবতাবাদী ভূমিকা:** 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী বা 'শ্রীকান্ত'-এর রাজলক্ষ্মী প্রথাগত উচ্চশিক্ষার অধিকারী না হলেও, তাদের মানবিক জ্ঞান ও বোধ অত্যন্ত গভীর। এই জ্ঞান তাদের লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা সহৃদয়তা ও জীবনবোধ নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে বেশি কার্যকর।

২. নারীর সম্পত্তির অধিকার: ক্ষমতা ও স্বাধীনতা

নারীর সম্পত্তির অধিকার বা আর্থিক স্বাধীনতা সেই যুগে নারীর পারিবারিক ক্ষমতায়ন এবং বিবাহ-পরবর্তী নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে (ও তাঁর উপন্যাসে) নারীর সম্পত্তির অধিকার ছিল মূলত স্ত্রীধন এবং বিধবা উত্তরাধিকার-এর মতো চিরাচরিত হিন্দু আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ।

- **বিধবা ও সম্পদ:** 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়নি, সে বিধবা হিসেবে আশ্রয় চেয়েছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসে সম্পত্তি সাধারণত পুরুষের হাতেই থাকে এবং তা নারীর জীবনে স্থিতিশীলতা নয়, বরং জটিলতা আনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সম্পত্তির অধিকারকে নারীর স্বাধীনতার মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়েছে।

- **আর্থিক স্বাধীনতা:** 'চোখের বালি'-র মতো উপন্যাসে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বা 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার মতো পেশা বিনোদিনীকে ব্যক্তিগত ও আর্থিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। এই আর্থিক স্বাধীনতা তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বা পরিবারের চাপ উপেক্ষা করার সাহস যুগিয়েছে।
- **অধিকারবোধ:** 'যোগাযোগ'-এ কুমুদিনী তার পিতৃপক্ষের সম্পত্তি এবং মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, যা তাকে শ্বশুরবাড়িতেও নিজের সম্মান বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার প্রথম ধাপ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আর্থিক অধিকার প্রায়শই পুরুষের প্রতারণা বা অক্ষমতার বিপরীতে নারীর নির্ভরতার প্রতীক।

- **আত্মরক্ষার উপায়:** 'পথের দাবী'-তে সুমিত্রার মতো নারীরা সম্পূর্ণ নিজেদের উপার্জিত বা অর্জিত সম্পত্তির জোরে সমাজের বাইরেও নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।
- **আশ্রয় ও নিরাপত্তা:** শরৎচন্দ্রের বহু নারী চরিত্র, যারা সমাজচ্যুত, তারা প্রায়শই স্বেচ্ছায় অর্জিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ব্যবহার করে নিজেদের এবং অন্য লাঞ্ছিতদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পত্তি কেবল ব্যক্তিগত অধিকার নয়, বরং সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক রীতিনীতি থেকে নারীর মুক্তি এবং নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা—

বাংলা উপন্যাসে পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক রীতিনীতি থেকে নারীর মুক্তি এবং নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা একটি চলমান প্রক্রিয়া ছিল, যা তিন প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাত ধরে বিভিন্ন স্তরে বিকশিত হয়েছে।

১. বঙ্কিমচন্দ্র: রীতিনীতি বনাম ট্র্যাজেডি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারীর মুক্তি বা নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা একটি ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করে। তাঁর যুগে সামাজিক রীতিনীতির বাঁধন ছিল অত্যন্ত কঠোর।

- **পারিবারিক কাঠামোর অপরিহার্যতা:** বঙ্কিমের নারী চরিত্র, যেমন 'বিষবৃক্ষ'-এর সূর্যমুখী, পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেই সার্থকতা খুঁজেছেন। এই কাঠামো ভাঙার চেষ্টা করলে (যেমন, কুন্দনন্দিনী) তার পরিণতি হয়েছে মৃত্যু বা চরম দুর্গতি।
- **নিয়মের লঙ্ঘন:** 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী সামাজিক বিধিনিষেধ (বিধবা জীবন) অতিক্রম করে ব্যক্তিগত কামনাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। এর ফলে তার পরিণতি হলো মৃত্যু। বঙ্কিম দেখিয়েছেন, উনিশ শতকে নারীর ব্যক্তিগত বাসনা সামাজিক রীতিনীতিকে ছাড়িয়ে গেলে সমাজ তা গ্রহণ করে না।
- **নতুন মূল্যবোধের ইঙ্গিত:** তাঁর উপন্যাসে প্রতিবাদী নারী চরিত্র থাকলেও, তাদের মুক্তি ঘটেনি; বরং সমাজের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। তবে এই চরিত্রগুলিই পরবর্তীকালে আরও মুক্তিপ্রয়াসী নারী চরিত্রের ভিত্তি রচনা করে।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: মুক্তি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নারী পারিবারিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে আত্মিক মুক্তি ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে। তাঁর নারী চরিত্রেরা মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

- **প্রেমের জটিলতা ও মুক্তি:** 'নষ্টনীড়'-এর চারুলতা অথবা 'চোখের বালি'-র বিনোদিনী পারিবারিক জীবনের একঘেয়েমি ও জটিলতা থেকে মুক্তি খুঁজেছে। চারুলতা তার সৃজনশীলতা ও বিনোদিনী বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে প্রচলিত সম্পর্কের বাইরে নতুন মানবিক সম্পর্কের সন্ধান করেছে।
- **সংস্কার মুক্তি:** 'গোরা'-র সুচরিতা গোঁড়া হিন্দু পরিবার এবং ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের বুদ্ধি ও বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তার ধর্ম বা জাতি নয়, বরং মানবতার মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিগত প্রেমই তার সিদ্ধান্তকে চালিত করেছে।
- **নতুন মূল্যবোধ:** রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে স্থাপিত নতুন মূল্যবোধগুলি হলো:
  - ◊ **ব্যক্তিগত নির্বাচন** (Choice) পারিবারিক সম্মতির ঊর্ধ্বে।
  - ◊ **আবেগ ও মননশীলতা** সামাজিক রীতিনীতি অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: মানবিকতা ও সহানুভূতি

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মানবতার মূল্যবোধকে সামাজিক রীতিনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তাঁর নারী চরিত্রেরা প্রায়শই সমাজচ্যুত বা তথাকথিত 'পতিতা' হলেও, তাদের মানবিক গুণাবলী ও মমতা সমাজের কঠোর বিচারকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

- **সামাজিক রীতিনীতির প্রত্যাখ্যান:** 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী বা 'শ্রীকান্ত'-এর রাজলক্ষ্মী পারিবারিক কাঠামো এবং সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত নারী। তবুও তারা তাদের মমতা, ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে এক নতুন সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে।

- **মুক্তির পথ হিসেবে মানবিকতা:** শরৎচন্দ্রের নারীরা প্রচলিত প্রথাগত বিবাহ বা পরিবারে মুক্তি খোঁজেনি। বরং তারা ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সেবার মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে সার্থক করে তুলেছে, যা সমাজের কঠোর নৈতিকতার বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ।
- **নতুন মূল্যবোধ:** শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত নতুন মূল্যবোধ হলো:
  - ◊ নৈতিকতা হৃদয়ের ওপর নির্ভরশীল, সমাজের নিয়মের ওপর নয়।
  - ◊ সহানুভূতি ও মমতা সতীত্বের চিরাচরিত ধারণার চেয়ে বেশি মূল্যবান।

সংক্ষেপে, বঙ্কিম সমাজ-নিয়মের কঠোরতা দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, এবং শরৎচন্দ্র মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সামাজিক রীতিনীতির ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দেশভাগ-এর মতো ঐতিহাসিক পটভূমিতে নারী চরিত্রের ভূমিকা—

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দেশভাগ—এই দুটি বিশাল ঐতিহাসিক পটভূমি বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে নারীর ভূমিকাকে সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত দিয়েছে। এই সময় নারী শুধু পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, বরং বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠেছে।

এখানে এই পটভূমিতে নারী চরিত্রের ভূমিকা ও প্রতিফলনের বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

১. স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী চরিত্রের ভূমিকা

স্বাধীনতা আন্দোলন (বিশেষত বিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত) বাংলা উপন্যাসের নারীদেরকে চিরাচরিত গণ্ডি থেকে মুক্ত করে দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক চেতনার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই প্রেক্ষাপটে নারী চরিত্র সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা নেন।

ক. স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনে নারীর সক্রিয়তা

- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬):** এই উপন্যাসের বিমলা চরিত্রটি স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক গৃহবধূর প্রতীক। সে স্বামীর (নিখিল) রক্ষণশীলতা ও তার দেওরপ্রতিম সখার (সন্দীপ) প্ররোচনার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনায় দীক্ষিত হয়।
  - ◊ **মুক্তি ও পতন:** বিমলা তার গৃহকোণ ছেড়ে বাইরে এসেছে, রাজনৈতিক আদর্শকে আপন করেছে। কিন্তু এই বাইরের জগতে এসে সে আদর্শ ও আবেগের জটিল দ্বন্দ্বে জড়িয়েছে, যা নারীর রাজনৈতিক মুক্তির পথে প্রথম দিকের ঝুঁকি ও সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে।
- **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' (১৯২৬):** এই উপন্যাসের সুমিত্রা চরিত্রটি বিপ্লবী আন্দোলনে নারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকার সবচেয়ে শক্তিশালী উদাহরণ।
  - ◊ **আদর্শবাদী বিপ্লবী:** সুমিত্রা কেবল আবেগের বশে নয়, বরং বুদ্ধি, সংগঠন ক্ষমতা ও নির্ভীকতার জোরে এক পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী নেত্রী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। সে ব্যক্তিগত প্রেম বা পারিবারিক জীবনের ঊর্ধ্বে বিপ্লবী আদর্শকে স্থান দিয়েছে। সুমিত্রা প্রমাণ করে যে, নারী পুরুষের মতোই রাজনৈতিক লড়াইয়ে সমকক্ষ হতে পারে।

খ. নীরব সমর্থন ও আত্মত্যাগ

অনেক উপন্যাসে নারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলেও, তারা আন্দোলনকারী পুরুষদের আশ্রয়, সাহস ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে নীরব সমর্থন জুগিয়েছে। তাদের আত্মত্যাগ ও ধৈর্য ছিল আন্দোলনের প্রধান নৈতিক ভিত্তি।

২. দেশভাগ-এর পটভূমিতে নারী চরিত্রের ভূমিকা

১৯৪৭ সালের দেশভাগ বাংলা উপন্যাসে বাস্তুচ্যুতি, নিরাপত্তা এবং টিকে থাকার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে এক নতুন ধরনের নারী চরিত্র এনেছে। এই পর্বের নারী মূলত ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত।

ক. বাস্তুচ্যুতির শিকার ও আশ্রয়ের উৎস

- **আশ্রয় ও নিরাপত্তা:** দেশভাগ-পরবর্তী উপন্যাসে (যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ বা পরবর্তীকালের সমরেশ মজুমদার) নারীরা প্রায়শই পরিবারের মূল স্তম্ভ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পুরুষ যখন মানসিক বা অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়েছে, তখন নারীই তার স্নেহ ও ধৈর্য দিয়ে পরিবারকে একত্রিত রেখেছে।
- **শারীরিক ও মানসিক আঘাত:** দেশভাগের সময় নারীরা চরম শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে (যেমন অপহরণ, ধর্ষণ বা হত্যা)। এই ক্ষতগুলি নারীর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হিসেবে উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। এই চরিত্রগুলি সমাজকে নারীর অসহায়তা ও দুর্বলতার দিকটি তুলে ধরেছে।

খ. টিকে থাকার সংগ্রাম ও নতুন পেশা

- **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা:** দেশভাগের পর যখন অনেক পুরুষ কাজ হারায় বা মানিয়ে নিতে পারে না, তখন নারীরাই নতুন অর্থনৈতিক ভূমিকা নিয়েছে। তারা উদ্বাস্তু শিবিরে বা নতুন শহরে এসে ছোটখাটো কাজ (যেমন সেলাই, রান্না বা গৃহকর্মী) গ্রহণ করেছে, যা বাঙালি নারীর ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক ভূমিকার বাইরে ছিল।
- **জীবনের প্রতি অবিচল আস্থা:** বিভাজনের বিপর্যয়ের পরও টিকে থাকার জন্য নারীর এই সংগ্রাম উপন্যাসে এক নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে—পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নারীর অসীম সহনশীলতা ও জীবনের প্রতি অবিচল আস্থা।

সংক্ষেপে বলা যায়, ঐতিহাসিক পটভূমিতে বাংলা উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি কেবল পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্তি নয়, বরং রাজনৈতিক কর্তব্যবোধ, দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং কঠিনতম পরিস্থিতিতে টিকে থাকার অদম্য শক্তি—এই নতুন মূল্যবোধগুলি প্রতিষ্ঠা করেছে।

Bibliography

- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র — *বিষবৃক্ষ*, সম্পাদক- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৪০
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র — *কৃষ্ণকান্তের উইল*, সম্পাদক- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৪৬
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র — *আনন্দমঠ*, কলকাতা: বরদা এজেন্সী, ১৩২৩
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ — *উপন্যাস সমগ্র*, ঢাকা : সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০১৭
- চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশরৎচন্দ্র — *শরৎ উপন্যাস সমগ্র*, কলকাতা: মণ্ডল প্রকাশন, ১৩৯৫
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার — *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- রায়, নীহাররঞ্জন — *রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা*, কলকাতা: দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, ১৩৫১
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ — *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা: সাহিত্যশ্রী ১৯৬১।

———